কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®

পাঞ্জাব সফর

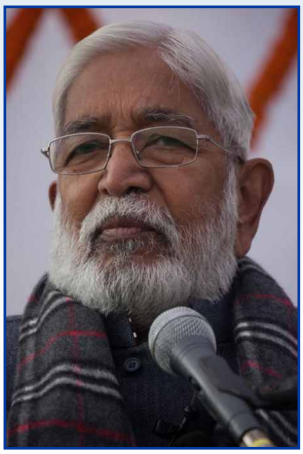

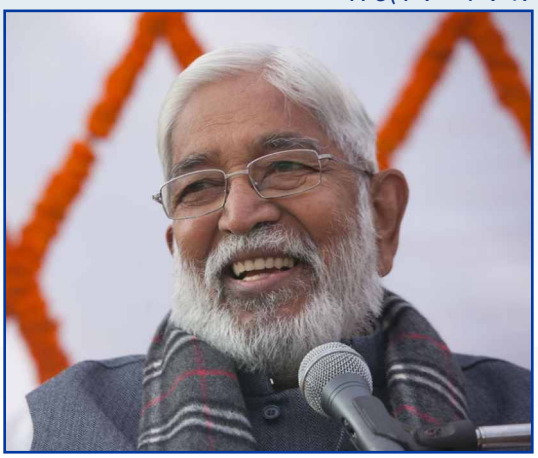

চণ্ডীগড়

২৭ ফেব্রুয়ারী গুরুদেব দিল্লী থেকে তাঁর সফর শুরু করেন। তিনি কিছু সময় কারনালে বিশ্রাম নিলে একদল অভ্যাসী তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। চণ্ডীগড় পৌঁছালে প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী ও শিশু তাঁকে স্বাগত জানায়। ছ' ঘন্টা সড়কযোগে যাত্রার পরও গুরুদেব এক অভ্যাসীর গৃহ উদঘাটন করেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

পরদিন গুরুদেব বাইরে আসেন এবং অভ্যাসীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। গুরুদেব তাঁর স্বভাবজাত ভঙ্গীতে হাসি মজা করেন এবং কথোপকথনে মগ্ন হয়ে যান।

লুধিয়ানা

১ মার্চ লুধিয়ানা পৌঁছে গুরুদেব সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। পরদিন আশ্রমের জন্য নির্ধারিত জমিতে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং সেখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর তিনি তাঁর ভাষণে পাঞ্জাবে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাঞ্জাবী ভাষাতেও কিছু কথা বলেন। যারা আশ্রমে আসে না তাদের জন্য বলেন, 'তুমি বেওকুফ' অর্থাৎ তুমি বোকা। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন, নালে আজা (তুমি চলে এসো)। গুরুদেব ঘন ঘন কেন আসেন সে বিষয়ে অভ্যাসীদের উচিত মনন করে দেখা, কি উদ্দেশ্য রয়েছে ?

- ✦অন্য পথে চলতে গেলে অবশ্যই একটা পথ ত্যাগ করতে হবে। নিজে শুষ্ক থেকে কখনোই সাঁতার কাটতে পারিনা। আবার মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকে কখনোই উড়ে যেতে পারব না। একটা সত্ত্বা থেকে অন্য একটা সত্ত্বায় উন্নত হতে গেলে অবশ্যই একটাকে ত্যাগ করতে হবে।
- ✦ধর্মের কোনো ঈশ্বর নেই এবং তা সত্য।
- ✦অন্যের জন্য প্রার্থনা করা গ্রহণযোগ্য কিন্তু নিজের জন্য প্রার্থনা করা ভিক্ষা চাওয়া।

এরপর গুরুদেব মধ্যাহ্নভোজের জন্য চণ্ডীগড়ে ফিরে আসেন।

চণ্ডীগড়

৩ মার্চ স্থানীয় টেগোর হলে ৬০০ অভ্যাসীর সমাবেশে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তাদের প্রিয়তম গুরুদেবের সঙ্গসুধায় তারা খুবই খুশী ছিলেন। ভ্রাঃ সংবির ও ভ্রাঃ হরভজন সিং এর সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর ভ্রাঃ গুরুপ্রীত কিছু হৃদয়গ্রাহী ভজন পরিবেশন করেন। পরদিন অপেক্ষারত অভ্যাসীদের খুশীর জন্য গুরুদেব প্রায় একঘন্টা রোদে বসেন ও তাদের সবরকম প্রশ্নের উত্তর দেন। সন্ধ্যাবেলা আবার তিনি বেড়িয়ে এসে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

প্রচুর অভ্যাসী গুরুদেবকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে আসেন এবং খুব শীঘ্র আবার তাঁর সঙ্গসুধা লাভের আশা সঞ্জীবিত রাখেন। ৫ মার্চ প্রাতঃরাশের পর তিনি দিল্লীর উদ্দেশ্য রওনা হন। কারনালে গুরুদেব কিছুসময় বিশ্রাম নেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করে দিল্লী রওনা হন।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্‌লেটার

সফরকালীন গুরুদেবের কাছ থেকে সংগৃহিত কিছু মুক্তারাজি:

- অতৃপ্ত ইচ্ছা থেকে ক্রোধ জন্ম নেয় ; এরফলে মন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় ও সুস্থ চিন্তা বন্ধ করে দেয় এবং আত্মসংহারে প্রবৃত্ত করে।
- সুখ হল মনের এক অবস্থা যা ভৌতিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার এক স্বতন্ত্র বিষয়।
- বিশ্বাস মনকে উন্মুক্ত করে আর পূর্ব–ধারণা মনের জানালা বন্ধ করে দেয়।
- প্রেম হল এক একমুখী সরণি যা হৃদয় থেকে অনন্তের দিকে এগিয়ে চলে।
- প্রকৃত বিবাহ হল দীর্ঘ অনেক অনেক জন্মের পর দুটি আত্মার মিলন।
- প্রেমের সঙ্গে কাজ করলে যে কোন সমস্যার সমাধান হয়।
- ইচ্ছাশক্তি কি করে প্রয়োগ সম্ভব জানতে চাইলে গুরুদেব বলেন,"তুমি যখন তা প্রয়োগ করতে শুরু করবে তখনই তার পার্থক্য বুঝতে পারবে । ইচ্ছাশক্তি প্রবল না হলে বাসনা কর্তৃত্ব আরোপ করে। নিয়মানুবর্তিতা বাসনা ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে ভারসাম্য এনে দেয়। ইচ্ছাশক্তি হৃদয় থেকে আসে, মন থেকে নয় । যেহেতু ইচ্ছাশক্তির কোন সুনির্দিষ্ট পথ নেই তাই আমরা সবসময় বিপদের মুখে থাকি। সাফাই একমাত্র তাকে সুনির্দিষ্ট দিশা দিতে পারে"।

রায়পুর

একদল উৎফুল্ল অভ্যাসী গুরুদেবকে সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে রায়পুর বিমানবন্দরে স্বাগত জানান এবং গুরুদেব তৎক্ষণাৎ নবনির্মিত যোগাশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। আশ্রমে পৌঁছালে তাঁকে প্রেম ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে স্বাগত জানানো হয় । রাত ১০টায় তিনি অফিসের বাইরে এসে অভ্যাসীদের সঙ্গে প্রায় একঘন্টা বসেন। ৮ মার্চ সকালে তিনি অস্থায়ী ধ্যান কক্ষে ৮.৩০ মিঃ পর্যন্ত সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। গলফ্‌কার্টে চড়ে তিনি আশ্রম পরিক্রমা করেন এবং সবকিছু দেখে যারপরনাই প্রীত হন।

৯ মার্চ ছত্রিশগড় ও আশেপাশের রাজ্যের প্রায় ২০০০ অভ্যাসীর এক দীর্ঘ প্রতিক্ষিত দিন। গুরুদেব পর্দা উন্মোচন করে উদ্বোধন করে ১৬০০ বর্গফুটের সুন্দর ধ্যান কক্ষ দেখে খুব খুশী হন । এর নির্মাণশৈলী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সৎসঙ্গের পর গুরুদেব বলেন:

- সহজমার্গ হল একমাত্র পদ্ধতি যা আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করে।
- অভ্যাসীর সংখ্যা গুণগত দিক দিয়ে বেড়ে ওঠা উচিত।
- ধ্যানকক্ষ শুধুমাত্র ধ্যানের জন্য এবং অভ্যাসীর কখনোই উচিত নয় আশ্রমে অন্যান্য ধর্মীয় অভ্যাস অনুশীলন করা।

প্রায় ১০০ জন CRPF জওয়ান অভ্যাসীকে দেখে মাস্টার খুব খুশী এবং ভবিষ্যতে পুরো ব্যাটেলিয়নকে অভ্যাসী হিসাবে দেখতে তিনি আগ্রহী।

সন্ধ্যায় সৎসঙ্গের পর শিশুদের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

সন্ধ্যার সৎসঙ্গ চলাকালীন গুরুদেব কটেজের বাইরে ৮০ জন স্বেচ্ছাসেবীকে তাদের কজের জন্য রুপোর টাকা প্রদান করেন। শারীরিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তিনি অভ্যাসীদের জন্য অনেক সময় দেন এবং তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

১০ মার্চ গুরুদেব ৭–০৫ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন (যদিও নির্ধারিত সময় ছিল ৭–৩০ মিনিট)। এরপর ১০ টা নাগাদ তিনি এক অভ্যাসীর বাড়িতে যান এবং সেখান থেকে বিকেলে সোজা বিমানবন্দরে হায়দ্রাবাদের জন্য রওনা হন।

হায়দ্রাবাদ

১০ মার্চ দুপুর ১.৪৫ মিনিট গুরুদেব হায়দ্রাবাদ পৌঁছান। অভ্যাসীরা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান। খবর ছিল আঞ্চলিক আশ্রমে যাবার পথে কোন রাজনৈতিক ধর্ণার সম্মুখীন হতে পারে। তাই তিনি বিমানবন্দরের কাছে এক অভ্যাসীর বাড়িত চলে যান। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি 'কান্হা শান্তি বনম্ প্রজেক্ট' এর পর্যালোচনা করেন। এরপর উপস্থিত অভ্যাসীদের নিয়ে তিনি সিটিং দেন।

পরদিনও গুরুদেব ঐ প্রজেক্টের নিবন্ধিকরণের বিশদ খতিয়ে দেখেন এবং অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১২ মার্চ গুরুদেব আঞ্চলিক আশ্রমে পৌঁছালে প্রায় সহস্রাধিক অভ্যাসী তাঁর অফিসের পথে তাঁকে স্বাগত জানান। অভ্যাসীদের নিয়মানুবর্তিতায় প্রীত হয়ে তিনি বলেন,"সুন্দর শৃঙ্খলা দেখেও ভালো লাগছে"। নবনির্মিত রাম্পের উপর দিয়ে হেঁটে তিনি তাঁর কটেজে যান। অল্প পরে তিনি তাঁর অফিস ও আলোচনাচক্রের কক্ষে প্রবেশ করেন। প্রায় ৫০০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে গুরুদেব সকালে ও সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। জনৈক অভ্যাসী গুরুদেবের মুখে দাড়ির প্রসংসা করলে তিনি বলেন – দাড়ির পিছনে যে মুখ ছিল তা আরও সুন্দর। গুরুদেবকে বেশ প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

তাঁর কুটিরের দরজা সবসময় খোলা থাকত। দূর থেকে আসা অভ্যাসীরা যারা তাদের প্রিয়তমকে এক ঝলক দেখার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল তাদের কাছে খোলা দরজা এক প্রশান্তির বাতাবরণ রচনা করেছিল। অবশ্য তাঁকে দেখার অনেক সুযোগ অভ্যাসীরা পান কারণ তিনি তাঁর শোবার ঘরের বাইরে খোলা বারান্দায় এসে অনেকবার বসেন।

১৩ মার্চ গুরুদেব যখন হেঁটে ধ্যানকক্ষে চলেছেন তখন রান্নাঘরের স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। গুরুদেব তাদের বলেন যে, খাবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল প্রেম যা খাবারের মধ্যে নিবেদন করা হয়। প্রায় ৬০০০ হাজার অভ্যাসীর উপস্থিতিতে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। বিকেলে শিশুরা গুরুদেবের সঙ্গে একঘন্টার এক বিশেষ অধিবেশন রাখে। সৎসঙ্গের পর এক নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয় যাতে সহজমার্গ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন অনুশীলনকারীর দ্বিধা ও

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

দবন্দকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। গুরুদেব তাঁর ঘরে বসে CCTV তে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

১৪ মার্চ সকাল ৭.৩০ মিনিটে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পর তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে চরিত্র সুদৃঢ় করার উপর আলোকপাত করেন। এরপর তিনি ১.৪৫ মিনিটে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

চেন্নাই: গুরুদেবের ঘরে ফেরা

প্রায় দেড় মাস পরে গুরুদেব গত ১৪ মার্চ হায়দ্রাবাদ থেকে চেন্নাই ফিরে আসেন। বিমানবন্দর উৎসুখ অভ্যাসীর ভীড়ে ঠাসা, যারা অনেকদিন পর তাদের প্রিয়তমকে দেখতে এসেছিলেন। তিনি সোজা 'গায়ত্রী' চলে যান এবং গোটা সপ্তাহ সেখানে থাকেন। তিনি কতক বিশ্রাম নেন এবং সমুদ্রতটে অভ্যাসীদের সঙ্গে কাটান। তাঁর রোজকার প্রশাসনিক কাজ, ই–মেল দেখা, নতুন প্রশিক্ষক তৈরী করা, এসব স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে।

মানাপাক্কাম আশ্রমে অভ্যাসীদের জনস্রোত

মুম্বাই থেকে প্রায় ৫০০ জন অভ্যাসীর একটা দল মানাপাক্কাম আশ্রমে চারদিনের জন্য আসেন। গুরুদেব তাদের নিয়ে সৎসঙ্গ করান। তারা প্রত্যেকদিন প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে বসে মতবিনিময় আলোচনাচক্রের আয়োজন করান। গুরুদেবের জন্য তারা একটা বড় কেক কাটেন ও সন্ধ্যাবেলা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যা গুরুদেব খুব উপভোগ করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কেন্দ্র থেকে অভ্যাসীদের মানাপাক্কাম আশ্রমে আসার এক নিয়মিত প্রবাহ ক্রমান্বয়ে চলছে। গত একমাসে প্রায় ৩৩০০ অভ্যাসী দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গুরুদেবের সঙ্গে থাকার জন্য মানাপাক্কামে আসেন। ১০ এপ্রিল গুরুদেব ৮টি বিবাহ সম্পন্ন করান। তাঁর পায়ের প্রবল ব্যথা সত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে থেকে বিবাহ সম্পন্ন করান।

গুরুদেব তাঁর বীজ বপন করছেন

LMOIS এর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গুরুদেব বেশ কিছুসময় অতিবাহিত করেন এবং বিশেষভাবে তাদের প্রতি দৃষ্টি দেন। প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী ধ্যান শুরু করে যাদের বয়স ১৮ বছরের কম এবং গুরুদেব তাদের বিশেষ অনুমতি দেন। আশ্রমে সৎসঙ্গের সময় তাদের প্রথম সারিতে বসতে দেখা যায়। একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাদের কটেজে সিটিং দেন এবং তাদের সঙ্গে নৈশভোজ করেন। এই অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পরিতৃপ্তি ব্যক্ত করে তিনি বলেন, "আমি হলাম চাষীর মত, যে তার বীজ বপন করে। আমি এইসব শিশুদের উপর কাজ করে চলেছি। এই কাজে আমার অগ্রাধিকার। আমি শিক্ষা বা অন্য কিছুতে অত আগ্রহী নই"। শিক্ষকের ভূমিকায় গুরুদেব বলেন, "প্রকৃত শিক্ষক তিনি, যিনি সুনিশ্চিত করতে পারেন যে, ছাত্ররা তাঁর বক্তব্য নিজেদের মধ্যে সঠিকভাবে আহরণ করতে পারছে এবং তিনি কি দিচ্ছেন সেদিকে দৃক্পাত না করে। একজন যোগ্য শিক্ষক সবসময় তাঁর প্রতি এক বিস্ময় সৃষ্ট করবে"।

দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য ISTP কার্যক্রম

গত ১৬ এপ্রিল গুরুদেব দক্ষিণ ভারতের ৫৯ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে 'ইয়িা স্কলারস্' কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও এই জীবনের ঊর্দ্ধে কি আছে সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা, এ সব আলোকপাত সহজমার্গ প্রাণাহুতির মাধ্যমে আমাদের প্রদান করতে পারে। ভৌতিক জীবনে দুঃখ কষ্ট অবশ্যম্ভাবী এমনকি অতীতের সন্তরাও এসবের থেকে নিস্তার পাননি।

ঘোষণা

নতুন নিযুক্তি

বিজয় কুমার আগরওয়াল
CiC, ভাটি া সেন্টার।

মে: জে: আনন্দ নারায়ণ মুদ্রে (অবসরপ্রাপ্ত).
CiC, জব্বলপুর সেন্টার।

সন্দীপ প্রধান
CiC, গোয়ালিয়র সেন্টার।

সৎ কোলের জন্য স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক

জুলাই ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সৎ কোল চিকিৎসা কেন্দ্রে অভ্যাসীদের মধ্যে যারা চিকিৎসক এবং স্বেচ্ছাসেবী সেবা দিতে ইচ্ছুক তাদের সত্বর আবেদনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সেবা অন্তত: ১৫ দিনের জন্য হলে ভালো।
বিশদ জানতে হলে যোগাযোগ করুন:
ডা: সি. কে. প্রসন্নকুমার
আবাসিক চিকিৎসক
স্বাস্থকেন্দ্র, সৎ কোল।

গুরুদেবের ৮৫ তম জন্মদিন উৎসবের জন্য নিবন্ধিকরণ

তিরুপ্পুরে গুরুদেবের ৮৫তম জন্মদিন উৎসব উদযাপনের জন্য নিবন্ধিকরণ এখনো চলছে। ভারতের অভ্যাসীদের কাছে সত্বর নিবন্ধিকরণ করানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত ফর্ম ডাউনলোড করা যেতে পারে।
বিদেশের অভ্যাসীরা অন লাইনে নিবন্ধিকরণ করতে পারেন এবং বিশদ ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।
স্বাস্থ ও ভ্রমণ সংক্রান্ত বিধি পড়ে নিতে অভ্যাসীদের অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশদ জানতে হলে http://www.sahajmarg.org/july-24-celebrations/2011 ওয়েব্ সাইটে দেখুন।

হুইস্পার ফ্রম্ দ্য রাইটার ওয়ার্ল্ড– থার্ড রিভিলেসন

গুরুদেবের অনুমতিতে 'এ হুইস্পার এ ডে'– র গ্রাহকদের ঐ সংগ্রহ থেকে রোজ একটি করে বার্তা ই–মেইলে পাঠান শুরু হয়েছে গত ২৮ মার্চ থেকে। গ্রাহক হতে হলে আমাদের ওয়েবসাইটে
http://www.sahajmarg.org/literature/newsletter যোগাযোগ করুন।

নতুন প্রকাশনা

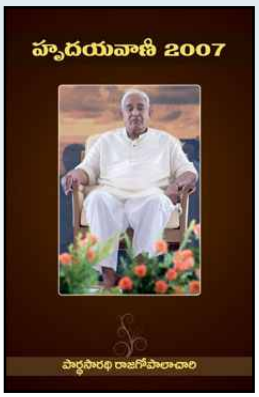

HeartSpeak 2007
Telugu

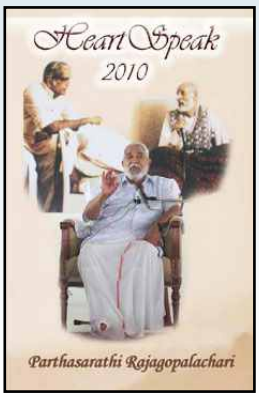

HeartSpeak 2010
English

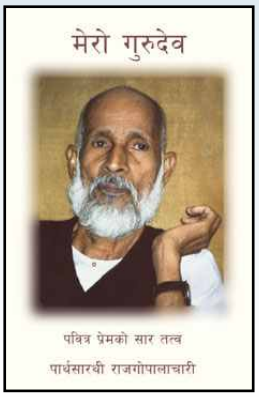

My Master
Telugu, Nepali & Kannada

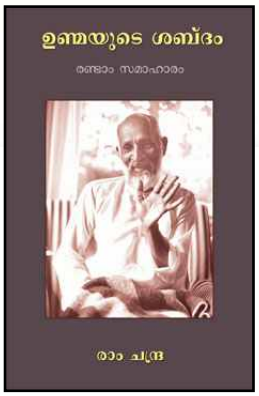

Voice Real II
Malayalam

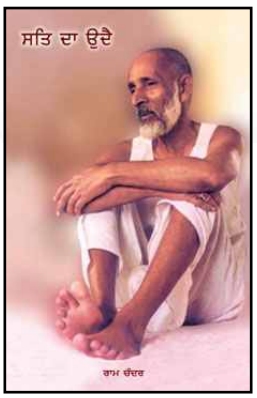

Reality at Dawn
Punjabi

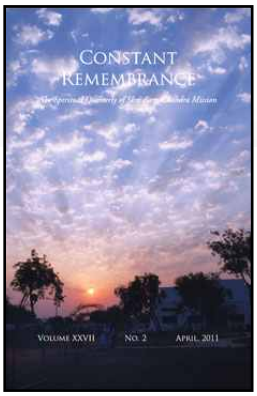

Constant Remembrance
April 2011

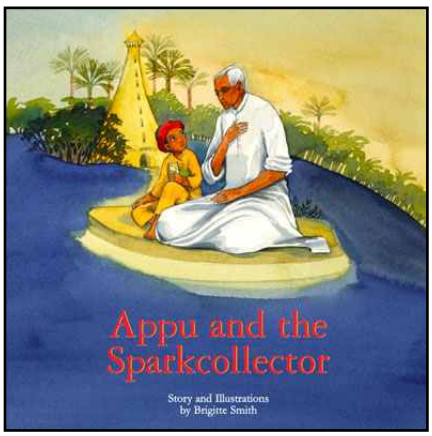

Spark Collector II
English

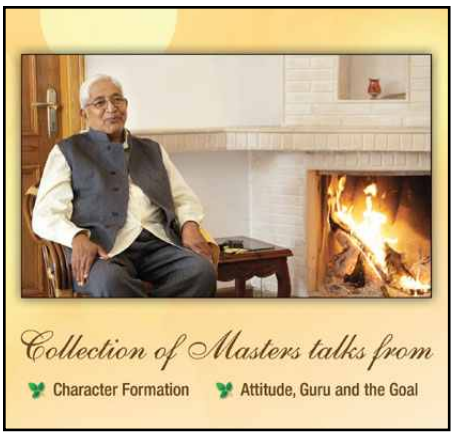

Character Formation
MP3 English

কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১

শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®

ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

অতীতের গভীর গহনে

৬ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল ১৯৭৭ সালে গুরুদেব বাবুজীর সঙ্গে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফরের সঙ্গী ছিলেন। সফর শেষে ৩০ এপ্রিল মাদুরাইতে তাঁর ৭৮ তম জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই বিষয়ে গুরুদেবের ডায়েরী (ওষ ঐযরুঋসসরস্লরুল্লফহরু) থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

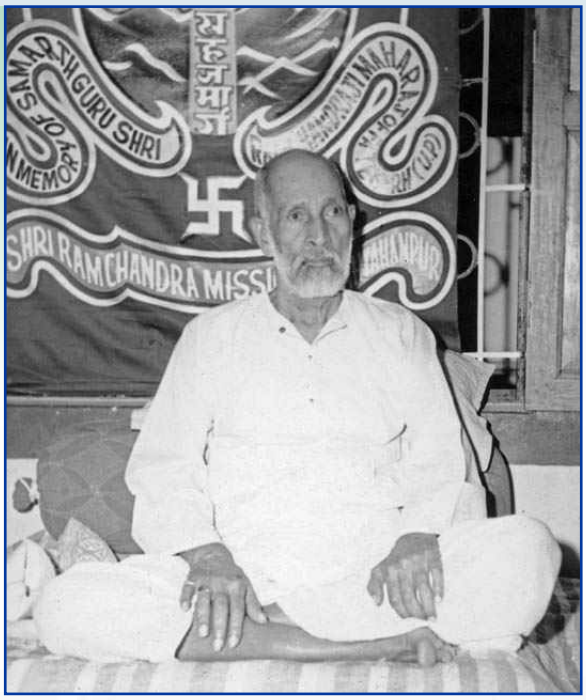

এপ্রিল ১৯৭৭ শনিবার

তাল্লাকুলাম থেকে দেড় কিমি দূরে পেরিয়ার মাল্লিগাইতে সব ব্যবস্থা তদারকির জন্য আমি ভালামজি ম্যানসন্ থেকে রওনা হলাম। আজ গুরুদেবের ৭৯ জন্মদিন এবং মাদুরাই কেন্দ্র তাঁর আশীর্বাদ ধন্য অনুমতি পেয়েছে এই উৎসব উদযাপনের জন্য।

সকাল ৯–৩০। গুরুদেব কিছু সময় আগে পৌঁছালে সকাল ৮ টার আগে থেকে অপেক্ষমান প্রায় ১০০০ উৎসুক অভ্যাসী ধ্যানকক্ষে তাঁকে স্বাগত জানান। গুরুদেব ২০ মিনিট সৎসঙ্গ করান। খুব সকাল থেকেই গরমের প্রকটতা অনুভব হচ্ছিল। প্রাণাহুতি ছিল খুবই কোমল ও সূক্ষ্ম।

সৎসঙ্গের পর গুরুদেব কিছু সময় বিশ্রাম নেন। তারপর অন্যস্থানে প্রসাদ বিতরণ করেন। এরপর তিনি মঞ্চে ফিরে আসেন। ...কয়েকজন বক্তা ভাষণ দেন। গুরুদেব ১১–৩০ পর্যন্ত বিশ্রাম নেন এবং তারপর ভালামজি ম্যানসনে ফিরে যান।

গুরুদেব সন্ধ্যা ৬ টায় ধ্যানকক্ষে ফিরে আসেন এবং সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তিনি আমাকে বলেন, 'আমি সকালেই অর্ধেক কাজ শেষ করে ফেলেছি, বাকি কাজ এখন শেষ করবো'।

...আজ ৩০০০ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। আমরা রাত ৯ টায় ফিরে আসি। অনেক অভ্যাসী গুরুদেবের সঙ্গে থাকার জন্য আসেন। প্রত্যেকে সঠিক ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। গুরুদেব বলেন, "এ সবই লালাজী সাহেবের কৃপা। যারা আসেন তাদের কেউই এখান থেকে খালি হাতে ফিরে যায় নি"।

ভগিণীদের পঠন গোষ্ঠী, ইন্দোর, এম. পি

যদিও অভ্যাসী হিসাবে ভাই–বোনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং জীবনে প্রত্যেকে তার নিজের নিজের ভূমিকা পালন করবে; তাদেরকে প্রতিদিন নানা ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার নীতি পালন করতে হবে।

এইসব বিশেষ বিষয়গুলির ভিত্তি করে একদল ভগিণী প্রত্যেক মাসের তৃতীয় শুক্রবার সৎসঙ্গে একত্র হন এবং সাধনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অলোচনা করে।

১৮ মার্চ ডঃ কলার বাড়ীতে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় কুড়ি জন ভগিণী একত্রিত হয় এবং বই থেকে একটা অধ্যায় গুরু ও লক্ষ্য পাঠ করা হয়। তারা চরিত্র নির্মাণের উপরও আলোচনা করে। আমরা সারাজীবন দুঃখ–কষ্ট এড়িয়ে প্রমোদ–বিনোদনের জন্য ছুটে চলছি। কিন্তু এখন তাঁর শিক্ষা হল সেবার মনোভাব নিয়ে যখন যেমন দরকার সেইভাবে কাজ করা। সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করা হয়। তাদের প্রয়াস ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবে এবং অনেক অংশগ্রহণকারী এতে উপকৃত হবে এই মর্মে তারা দৃঢ় বিশ্বাসী।

যুব আলোচনা চক্র , মুম্বাই

সারা মহারাষ্ট্র ও গোয়ার অভ্যাসীদের দু' দিনের এক যুব সমাবেশ (AMGYC) গত ৫ মার্চ বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, পানভিল–এ দুপুর ২টোয় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল, 'মায়ার জাল থেকে পরিত্রাণ'। প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী এই সমাবেশে যোগ দেয়। পুনে ও মুম্বাইয়ের প্রশিক্ষকরা গুরুদেবের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে আলোচনা চক্রের যাবতীয় তথ্য প্রস্তুত করে। মিশনের যুবকদের বিশেষ মেধার পরিচয় এই সমাবেশে ফুটে উঠে। পুনের অংশগ্রহণকারীদের তৈরী ছোট নাটিকার বিষয় ছিল, 'কে আমার চিজ সরিয়ে দিল'? মুম্বাই কেন্দ্রের অংশগ্রহণকারীদের বিষয় ছিল, 'এমনভাবে বাঁচো যেন পরমূহুর্তেই মারা যাবে'। ভ্রাঃ সঞ্জয় ভাটিয়া, ভ্রাঃ সন্তোষ শ্রীনিবাসন এবং ভ্রাঃ সুভাষ বৈদ্য তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে যা উপস্থিত অভ্যাসীদের অনুপ্রাণিত করে। অনুষ্ঠানে দলগত আলোচনা চক্র ও আত্মমননের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরের সার্বিক বাতাবরণ অনেকটা ভাণ্ডারার মতো ছিল। প্রত্যেকে সেদিন গুরুদেবের উপস্থিতি অনুভব করেছিল। শিবিরে অংশগ্রহণকারী যুবকরা খুবই উপকৃত হন।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্‌লেটার

হোটেল ম্যানেজমেন্ট ছাত্রদের মধ্যে উপস্থাপনা, ভাদোদ্রা, গুজরাট

গুজরাট হোটেল ম্যানেজমেন্ট (GIHM) ও পণ্ডিচেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের (MBA) ছাত্রদের মধ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী এক মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সহজমার্গের ধ্যান ও সাফাই বিষয়ে খুব সহজভাবে, সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে বক্তব্য রাখা হয়। উপস্থিত যুবকরা উৎসাহ–উদ্দীপনায় প্রবলভাবে সাড়া দেয়। কলেজ জীবনের বাইরে, হোটেল শিল্পের জটিল বাতাবরণে মানসিক ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা ও হৃদয়ের কথা শোনার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। ছাত্ররা প্রত্যেকের ভাষণ মন দিয়ে শোনে এবং বক্তারাও ছিলেন যুব সম্প্রদায়ের। ৯২ জন ছাত্রের মধ্যে ৫৬ জন ধ্যান শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সহজ মার্গের পুস্তিকা সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তরুণ সম্প্রদায়ের অফুরন্ত শক্তি সঠিক পথে প্রবাহিত হবে বলে আশা করা হয়। সংস্থার ডাইরেক্টর এ হেন অনুষ্ঠানের জন্য খুবই খুশী এবং ভবিষ্যতে আরও এধরণের কর্মশালা আয়োজনের আশা প্রকাশ করেন।

অভিভাবকত্ব বিষয়ক কর্মশালা, ভাদোদ্রা, গুজরাট

VBSE স্বেচ্ছাসেবীরা ভাদোদ্রা উচ্চ বিদ্যালয়ে অভিভাবকত্বর উপর এক কর্মশালা আয়োজন করার অবকাশ পান। দলগত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পারিবারিক বাতাবরণ, শিশুদের কাছ থেকে মা–বাবার প্রত্যাশা, প্রেম, নিমানুবর্তিতা, স্বতন্ত্রতা এবং বাতাবরণ। মা–বাবা ও শিশুদের মধ্যে সম্প্রতি নানা ধরণের মানসিক অবস্থার উপর দৃষ্টি রেখে এই কর্মশালার বিষয়সূচী নির্ধারণ করা হয়। এরপর আমাদের প্রশিক্ষক সহজমার্গের দৃষ্টিতে অভিভাবকত্বের ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন কিভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে এবং হৃদয় উন্মুক্ত করে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। উপস্থিত সব অভিভাকরা স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে তিন ঘন্টা মতবিনিময় করেন। উপস্থিত ৩০ জন অভিভাবকের মধ্যে ১৫ জন ধ্যান শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে আরও এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুরোধ করেন।

'প্রকৃতি এবং আমি' – গ্রীষ্মকালীন শিবির, ব্যাঙ্গালোর

৮ থেকে ১০ এপ্রিল ব্যাঙ্গালোরে বনশংকরী আশ্রমে তিনদিনের এক আবাসিক শিবিরে ৭ থেকে ১৫ বছর বয়স্ক ৮০ জন উৎসাহী তরুণ অংশগ্রহণ করে।

প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে শিশুদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক উপাদানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুরা দলগত আলোচনা চক্র, অঙ্কন ও হস্তশিল্পের আয়োজন করে। ভেষজ উদ্ভিদের উপর এক উপস্থাপনায় ঐ বিষয়ের প্রতি সকলের বিশেষ আগ্রহ জন্মে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর এক ক্রীড়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, কত স্বল্প পরিমাণে আমরা এসবকে কাজে লাগাই।

দ্বিতীয় দিন, বর্জ্য পদার্থের পুনরায় ব্যাবহারের উপর আলোকপাত করা হয়। একজন বিশেষজ্ঞ বৃষ্টির জল সঞ্চয় ও ব্যবহারের উপর সজীব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। হস্তশিল্পের কর্মশালায় 'পরিত্যাজ্য বস্তু থেকে সম্পদ' নির্মাণের উদ্যোগে শিশুরা ডায়েরী, আকর্ষণীয় বাটি, পেনদানী, ফুলের পট ইত্যাদি তৈরী করে। এরপর কুইজ্, পুতুলনাচ অনুষ্ঠিত হয় ও সিনেমা দেখানো হয়।

তৃতীয় দিন 'আত্মিক প্রকৃতির' উপর আলোকপাত করা হয়। VBSE সিলেবাস থেকে নানা ক্রীড়ার মাধ্যমে এ বিষয়ে তুলে ধরা হয়। শিশুদের কাজের এক চিত্র–প্রদর্শনী অভিভাবকদের জন্য তুলে ধরা হয়। প্রেম, সাহস এবং পরিতৃপ্তির উপর মূল্যবোধ ভিত্তিক এক ছোট নাটিকা শিশুরা প্রস্তুত করে।

খেলার ছলে শিশুরা এ হেন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নানা মূল্যবোধ শিখতে পারে।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার শংসাপত্র বিতরণ

দিল্লী : গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ZIC ভ্রাঃ এ.পি. পাল্টা ১৭ জন আঞ্চলিক পুরস্কার বিজেতা ও একজন জাতীয় পুরস্কার বিজেতাকে পুরস্কার প্রদান করে। ভ্রাঃ পাল্টা জোর দিয়ে বলেন এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে ভালো ভবিষ্যত গড়ে তোলা যায়। পুরস্কার বিজেতারা মিশনকে ধন্যবাদ জানায় এবং প্রবন্ধ লেখার সময় তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে।

মাদুরাই : ২ ফেব্রুয়ারী ৭০০ এর বেশী অভ্যাসী, ২০০ জন ছাত্র–ছাত্রী, ১০০ জন পিতামাতা ও শিক্ষক সমবেত হয়েছিল। শ্রীমতি পদ্মা রামাচন্দ্রন ও মাদুরাই সান্ধ্য কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পি রামাচন্দ্রন পুরস্কার বিতরণ করেন। সর্বভারতীয় বেতার কার্য নির্বাহী শ্রীযুক্ত অশোক আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

মুজাফরপুর : ২৭ ফেব্রুয়ারী মুজাফরপুরে শ্রী এস. এম. রাজু (IAS) মুখ্য অতিথি ছিলেন। প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক, অভিভাবক ও অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণের পর এস. এম. রাজু ধ্যান, আত্ম–নিয়ন্ত্রন ও যুবাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জাগরুকতার জন্য সহজ মার্গের প্রশংসা করেন। শিক্ষক ও ছাত্ররা ভবিষ্যতে এই ধরণের অনুষ্ঠানে আরও উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

রোহটক : ৮ ফেব্রুয়ারী রোহটকের এম. ডি. ইউনিভার্সিটির আমবেদকর হলে সহ–উপাধ্যক্ষ আর. পি. হুডা ও তাঁর স্ত্রী বেদবতী হুডা মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৪০০ ছাত্র–ছাত্রী, অভিভাবক, ফ্যাকালটি, অভ্যাসী ও তাদের ছেলেমেয়েরা এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিল। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সহজ মার্গ, SRCM, UNIC, VBSE–উপর ভাষণ দেওয়া হয়।

চণ্ডীগড় : ১৮ ফেব্রুয়ারী পঞ্জাব ইউনিভার্সিটির গোল্ডেন জুবিলি হলে অনুষ্ঠান হয়। ফ্যাকালটি অব আর্টস এর ডিন মুখ্য অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল যুব– প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা। ভিডিও প্রদর্শনের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পাটাম্বি : ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ৮ জন পুরস্কার বিজেতাকে শংসা পত্র বিতরণ করা হয়। অনেক ছাত্র–ছাত্রী , অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধাণ উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাঃ রামণ ভট্টাথিরিপাদ ও ভ্রাঃ নারায়নন শংসা পত্র বিতরণ করেন। সমস্ত ছাত্র–ছাত্রীরা তাদের মত প্রকাশ করে। ছেলে মেয়েদের মধ্যে মানবিক গুণ জাগিয়ে তুলতে মিশন যে ভূমিকা পালন করে অভিভাবকরা তার উচ্চ প্রশংসা করে।

মীরাট : ৪৮৪ টি স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি বিভাগে মোট ১৬৬৫৩ জন অংশ গ্রহণ করে। মূল্যায়নের পর ৬৪৭ জনকে শংসা পত্র প্রদান করা হয়। সকল অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিভাবক ও শিক্ষক সহ আমন্ত্রিত ছিল। প্রশিক্ষকরা অতিথিদের কাছে সহজমার্গের পরিচয় দেন এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মিশনের পুস্তিকা দেওয়া হয়।

সুলতানপুর : ২০ ফেব্রুয়ারী ৬০০ এর বেশী ছাত্র–ছাত্রী , অভিভাবক ও সুলতানপুর জেলার ৯৭ টি কলেজের অধ্যক্ষরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র–ছাত্রীরা আশ্রমের বাতাবরণে আপ্লুত ছিল এবং মিশন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিল। পার্শ্ববর্তী কেন্দ্র যেমন এলাহাবাদ, জৌনপুর ও বারাণসী কেন্দ্র থেকে অনেক অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। ডঃ শিবমোহন পাে আধ্যাত্মিকতায় যুবাদের ভূমিকার উপর বলেন।

মোরাদাবাদ : ২৭ ফেব্রুয়ারী মোরাদাবাদ আশ্রমে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ৯৫ টি স্কুলের ১৮০ জন ছাত্র–ছাত্রী তদের অভিভাবক ও শিক্ষকসহ উপস্থিত ছিল। ডঃ নীলম তিনটি প্রবন্ধের বিষয়ে বলে। ভ্রাঃ শারবান কুমার অংশগ্রহণকারীদের হাতে শংসা পত্র

Delhi

Madurai

Muzzafarpur

Chandigarh

Meerut

Sultanpur

Shajahanpur

তুলে দেয়। অতিথিরা পরিবেশের আনন্দ উপভোগ করে ও অনেকে সহজমার্গ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয় ও যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

শাহজাহানপুর : শাহজাহানপুর কেন্দ্র ২৭ ফেব্রুয়ারী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই কেন্দ্র থেকে ৪৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়েছিল। প্রধাণ অতিথি ডঃ রমা শঙ্কর মৌর্য (ADM) শংসা পত্র বিতরণ করেন। CIC মিশনের পরিচয় দেন। ভ্রাঃ ভগবান দাস এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

গুলবার্গা : ২ ফেব্রুয়ারী ৫০ জন ছাত্র–ছাত্রী তাদের শিক্ষক ও অভিভাবকসহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। ভ্রাঃ প্রহ্লাদ পাকনিকর, ভ্রাঃ শ্রীকান্ত যোশী ও ভ্রাঃ রাজু সহজ মার্গের বৈশিষ্ঠ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন।

হুবলী : ১৩ ফেব্রুয়ারী প্রধাণ অতিথি ভি. এ. মাচাকনুর যিনি ধারবার জেলার শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার বলেন তিনি খুশী এটা দেখে যে আমরা তার বিভাগের কাজ করছি । তিনি শিক্ষায় মূল্যবোধের উপর জোর দেন । ভ্রাঃ ডঃ বারকোল এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পিছনে যে উদ্দেশ্য এবং তরুণদের মনে তার প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখা করেন। ভ্রাঃ রাজু সহজ মার্গ সম্পর্কে বলেন।

বিদার : ২৭ ফেব্রুয়ারী প্রায় ৫০ জন ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিল। ভ্রাঃ হরিলাল চাবান (CiC) প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন এবং ২০১০ এ প্রচুর পরিমানে সাড়া পাওয়া যায়। ভ্রাঃ রাজু আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ও সহজ মার্গের দর্শন সম্পর্কে বলেন । ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানগুলিকে শংসাপত্র বিতরণ করা হয়। সহজ মার্গের অভ্যাস এর প্রাথমিক বই ১৮ বছরের বেশী ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কিছু ছাত্র–ছাত্রী প্রবন্ধ প্রস্তুতির অভিজ্ঞতার কথা বলে । তারা বলে যে তারা কখনো স্বাধীনতা, চরিত্র, উচ্চাশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ভাবেনি। তাদের প্রস্তুতির সময় তারা অবাক হয়ে যায় কিভাবে বিষয়ের প্রকৃত অর্থ তাদের কাছে প্রকাশিত হয়। অভিভাবকরাও বিষয়ের উপর তাদের খুশী ব্যক্ত করেন এবং মিশনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন । তাদের মধ্যে কয়েকজন মিশনে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বেলারী : ২ ফেব্রুয়ারী নিকটবর্তী সাতটি স্কুল থেকে ২৫ জন ছাত্র এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। SRCM সম্বন্ধে প্রাথমিক বক্তব্যের পর ছাত্ররা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিষয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। এ এক অদভুত অভিজ্ঞতা যে আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে তারা কত গভীরভাবে অনুভব করেছে।

হামনাবাদ : ৬ মার্চ ভ্রাঃ বক্কারেড্ডীর বাড়ীতে ১৫ জনের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের শংসাপত্র বিতরণ করা হয়। 'আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা' এর উপর ভ্রাঃ শ্রীকান্ত যোশী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

লখ্‌নৌ : লখ্‌নৌ শহরে ৯৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারী ৪০০র অধিক ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষক এই উৎসবে যোগ দেন। লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক এ. কে. শ্রীবাস্তব মুখ্য অতিথির পদ গ্রহণ করেন এবং ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

Shajahanpur

Gulbarga

Hubli

Bidar

Bellary

Humnabad

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্‌লেটার

ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই এর ম্যাঙ্গালোর পরিদর্শন – কর্ণাটক

২৪ ফেব্রুয়ারী মিশনের যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই ম্যাঙ্গালোর পরিদর্শন করেন। প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী সমবেত হয়েছিলেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। নতুন অভ্যাসীদের জন্য ভঃ নলিণী মিশনের প্রার্থনার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। ভ্রাঃ সুব্রয়া পাই, ভ্রাঃ প্রসাদ কৃষ্ণা, ভঃ লতা হোল্লা, ভ্রাঃ গনেশ ও ভ্রাঃ রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে আশ্রমের জমির জন্য এক কমিটি গঠন করা হয়। গুরুদেবের প্রতি আস্থা রেখে তিনি কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন এবং বলেন অন্যান্য সামগ্রী অবশ্যই আসবে।

নীচে ভ্রাঃ দুরাই এর সাথে অভ্যাসীদের কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে ধরা হল:

- "তুমিই একমাত্র ঈশ্বর ও শক্তি, যে আমাদের সেই স্তরে তুলে নিতে পারে" এর অর্থ কি? গুরুদেবকে গ্রহণ করে ও তাঁর প্রতি ঈশ্বর ও শক্তি হিসাবে পূর্ণ আস্থা রেখে একজন এতই সাহসী হয়ে উঠতে পারে যে ক্ষমতাশালী লোকের চাপ ও অন্যায় আদেশ তার উপর কোনই প্রভাব ফেলতে পারে না।
- রাগ তখনই ভালো যখন সেটা আমাদের ভ্রম সংশোধনে ও অসম্পূর্ণতা দূরীকরণে আমাদের নিজেদের দিকেই ধাবিত হয়।
- এখানে কোন ভিক্ষা নয়। প্রার্থনা এমন হতে হবে, যেখানে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গুরুদেবের সামনে নম্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিন্তু চাইবার কি আছে তা জানা নেই। শুধু গুরুদেব যা দেবেন তা গ্রহণ করতে হবে। যদি আমরা এভাবে প্রার্থনা করতে পারি তবে আমাদের সশরীরি গুরুদেব ঈশ্বরের থেকে স্বর্গীয় শক্তি আহরণ করতে পারেন।
- গুরুদেবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের মনোভাব "তুমিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছ, আমি শুধু তোমার হাতের যন্ত্র" এইরকম বিশ্বাস স্বর্গীয় শক্তি আকর্ষণ করতে পারে যা কার্য সম্পাদন করে।
- ভ্রাঃ দুরাই বার বার গুরুদেবের বই পড়ার উপর জোর দেন। সৎসঙ্গের পর পুস্তক প্রদর্শনী ও অভ্যাসীদের বাড়িতে সমবেত হয়ে আলোচনার উপরও জোর দেন। তিনি আরও বলেন যে তাঁর কাজের মধ্যে দিয়েই আমাদের প্রতি তাঁর মনযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব।

তিরুপ্পুরে বিভিন্ন কার্যক্রম – মার্চ ২০১১

যুগ্ম সম্পাদক, ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই এর সভাপতিত্বে ৪ ও ৫ মার্চ চেট্টিপালায়ম যোগাশ্রমে তামিলনাড়ুর প্রশিক্ষকদের নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

৬ মার্চ ভ্রাঃ দুরাই রবিবারের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। দলগত আলোচনা, প্রশ্ন–উত্তর ও প্রশিক্ষকদের বক্তব্য দিয়ে পূর্ণ দিবস অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

গুরুদেবের অনুমতিতে তিরুপ্পুরে তাঁর জন্মদিন পালন উপলক্ষে এক কমিটি তৈরী করা হয়। ৯ মার্চ এই কমিটির সদস্যরা আলোচনার জন্য সমবেত হন। সম্পাদক ভ্রাঃ উমাশংকর বাজপেয়ী সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। কমিটির সদস্যরা ডি.জে. পার্ক পরিদর্শন করেন ও বিভিন্ন বিভাগের স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে অভ্যাসীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে আলোচনা করেন।

ঐ দিনে মিশনের নতুন অভ্যাসীদের জন্য ATP আয়োজন করা হয়। মিশনের অনেক পুরানো অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করেন ও নতুনদের সাথে তাঁরাও উপকৃত হন।

যুবাদের আত্মসমীক্ষা, নেট্রামপল্লী, তামিলনাড়ু

১২ ও ১৩ মার্চ নেট্রামপল্লী আশ্রমে ৮৫ জন অভ্যাসীকে নিয়ে এক যুব অনুষ্ঠান হয়। আশ্রম ম্যানেজার ভ্রাঃ ভরতরাজনের বক্তব্যের পর ভ্রাঃ লক্ষ্মীনারায়ণন 'সহজমার্গে যুবকদের ভূমিকা'র উপর বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল 'আত্ম বিশ্লেষণ', যেখানে অভ্যাসীরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আত্ম সমীক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। অভ্যাসী হিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক বিবাহের গুরুত্ব, প্রচলিত রীতি নীতির গুরুত্ব ইত্যাদির উপর দলগত আলোচনা অভ্যাসীদের গভীরভাবে চিন্তা করতে ও মত বিনিময় করতে সহায়তা করে। রাত্রিতে উৎসাহব্যঞ্জক অ্যানিম্যাটেড চিত্র 'স্পিরিট' দেখিয়ে দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয় ভ্রাঃ রঘুপতির 'যুবক: সহজমার্গের ভবিষ্যৎ' এর উপর এক বক্তব্য দিয়ে। এরপর ভ্রাঃ শ্রীরাম 'আধ্যাত্মিক অবস্থা বজায় রাখা'র উপর এক উপস্থাপনা দেন। এক কুইজের মধ্যে দিয়ে সহজমার্গ সাধনার প্রাথমিক জ্ঞান ও বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিফলন দেখানো হয়। বিকালের ভিডিও প্রদর্শন অভ্যাসীদের জীবনে পজিটিভ চিন্তাধারা ও ইচ্ছাশক্তির গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে এবং অভ্যাসীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। অভ্যাসীরা এই অনুষ্ঠানের অনুভূতি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন ও ব্যবস্থাপকদের অন্ততঃ বছরে দুবার এই ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুরোধ করেন।

৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মে ২০১১
শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

বন্ধন ও আলোচনা, নেইভেলি হাব্, তামিলনাড়ু

২০ মার্চ পুদুচেরীতে নেইভেলি হাব্ এক গেট্ টুগেদার এর আয়োজন করে। পুদুচেরী, কুড্ডালোর, ভিল্লুপুরম ও নেইভেলি থেকে প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করে।

পুদুচেরী কেন্দ্র 'ধ্যানের গুরুত্ব' ও 'নিজেকে পরিবর্তন করো' এর উপর এক উপস্থাপনা প্রস্তুত করে। কুড্ডালোর কেন্দ্র 'নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করো', ভিল্লুপুরম কেন্দ্র 'চরিত্র গঠন' ও নেইভেলি কেন্দ্র 'নীতিশাস্ত্র ও নৈতিকতা'র উপর উপস্থাপনা প্রস্তুত করে। সমস্ত উপস্থাপনাই ছিল তথ্যপূর্ণ ও অংশগ্রহণকারী অভ্যাসীদের গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। অধিবেশনের অনেকটাই ছিল প্রশ্ন–উত্তর পর্ব এবং অভ্যাসীরা সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করেছিল।

এই গেট্ টুগেদার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আগত অভ্যাসীদের পরস্পরকে চিনতে সাহায্য করেছিল ও এক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছিল।

ধ্যান কক্ষ উদ্ঘাটন, থিরুথুরাইপুন্ডি, তামিলনাড়ু

গত বছর অক্টোবরে ২৫ জন উদ্যোগী মিশনে যোগদান করলে তামিলনাড়ুর থিরুথুরাইপুন্ডিতে সহজমার্গের কেন্দ্র তৈরী হয় এবং তখন থেকে এখানে প্রত্যেক রবিবার সকালে নিয়মিত সৎসঙ্গ পরিচালিত হচ্ছে।

৭ মার্চ ZiC ভ্রাঃ এস. প্রকাশ ৪০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে এখানে নতুন ধ্যান কক্ষের উদ্বোধন করেন। এই ধ্যান কক্ষ এক অভ্যাসীর বাড়ির দোতলায়। ১৩ মার্চ এক মুক্ত আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এটা খুবই আনন্দের যে নিকটবর্তী কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের সহায়তায় এই কেন্দ্র ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে।

তেনকাশীতে আলোচনা চক্র, তামিলনাড়ু

২৭ ফেব্রুয়ারী তেনকাশী কেন্দ্র যুবকদের জন্য এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিল। এই আলোচনায় ৮ জন ভাই ও ৩ জন বোন অংশগ্রহণ করেছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'আমাদের মিশনকে বা কেন্দ্রকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা কিভাবে আমাদের উন্নতি করতে পারি'। অংশগ্রহণকারীরা সকলেই নিয়মিত সাধনার উপর গুরুত্ব দেন এবং বলেন একমাত্র এর মাধ্যমেই আমরা সমতাপূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। সমস্ত অভ্যাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই আলোচনা চক্র ভালোভাবে চলেছিল।

কর্মী সম্মেলন, গুজরাট

৯ ও ১০ এপ্রিল আমেদাবাদ জোনাল আশ্রমে এক বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তর গুজরাটের (Zone 6A) প্রায় ৫০ জন কো–অর্ডিনেটর ও কর্মীবৃন্দ এই সভায় যোগ দেন। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিগত বছরের কার্যসম্পাদন বিশ্লেষণ ও নতুন বিত্তবর্ষ ২০১১–১২র ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা। এই সভায় আশ্রমের বিভিন্ন কার্যাবলী ও প্রতিটি কেন্দ্রের উন্নতির উপরও আলোচনা হয়।

ভ্রাঃ রাজেশ আগরওয়াল (ZiC) জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের গুরুদেবের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকা দরকার যেটা আমাদের প্রতিটি কর্মে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিফলিত হবে। প্রথম অধিবেশনে ছিল CiCদের, আঞ্চলিক কো–অর্ডিনেটরদের ও কেন্দ্র অধিকর্তাদের উপস্থাপনা। মিশনের গুণমানগত উন্নতির উপর রাখা ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই এর বক্তব্যের উপর প্রত্যেক দল আলোচনা করে।

দ্বিতীয় দিনে আঞ্চলিক কো–অর্ডিনেটরদের উপস্থাপনা ছিল বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেমন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, প্রকাশনা, VBSE, পরিচয়পত্র, হিসাবরক্ষা, মুক্ত আলোচনা চক্র / গৃহ আলোচনা, প্রশিক্ষণ, যুব কার্যক্রম এবং নিউজ্লেটার। তারা তাদের কার্যক্ষেত্রের সুন্দর বর্ণনা রেখেছিল। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে প্রত্যেক কাজের জন্য একগুচ্ছ নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য।

ভ্রাঃ অঙ্কিত ব্যাস ও ভ্রাঃ কেজল কানসারা এই সেমিনার পরিচালনা করেছিলেন। ভ্রাঃ রাজেশ বর্ষব্যাপী এই উদ্যম ধরে রাখতে ও সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী ভাইদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জ্যোতির্কেন্দ্র

কোয়েম্বাটোর কেন্দ্র ১৯৭৪ সালে আর. এস. পুরমে এক অভ্যাসীর বাড়ি থেকে কাজ শুরু করে, যদিও এর অনেক আগেই ১৯৬৮ সালে বাবুজী মহারাজের পদার্পণের সময় থেকেই এর বীজ বপন হয়ে গিয়েছিল। আর. এস. পুরমের 'গোল্ড্ মিস্ট্' অ্যাপার্ট্মেন্টের বড় বেসমেন্টে রবিবারের সৎসঙ্গ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যেখানে প্রায় ২০০ অভ্যাসী সমবেত হতে পারেন। ২০ মে, ১৯৯১, এই ধ্যান কক্ষ আমাদের গুরুদেব উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে কোয়েম্বাটোর কেন্দ্রের ধীর প্রগতির জন্য খেদ প্রকাশ করেন।

এক মহত্বপূর্ণ ঘটনা হল নচিপালায়ম গ্রামে ৩১ একর জমি ক্রয় করা (আশ্রমের জন্য ১৬ একর)। এই জমি কেরালার পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে পালাক্কাড থেকে মাত্র এক ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত। ১ নভেম্বর ২০০০, গুরুদেব এই জমি পঞ্জিকরণ করেন।

এক বৃহৎ ও মনোরম ধ্যান কক্ষ তৈয়ারী করা হয় এবং গুরুদেব ৫ জানুয়ারী, ২০০৭ এ এর উদ্বোধন করেন। এই কক্ষে ১০০০ জন অভ্যাসী অনায়াসে বসতে পারেন। এছাড়া আরও ৫০০ জন বারান্দায় বসতে পারেন। প্রত্যেক বার মালামপুঝায় যাওয়া ও আসার সময় গুরুদেব এখানে বিশ্রাম নিতে পছন্দ করেন। অনেক গাছপালা বসানো হয় এবং আশ্রমের চারপাশে অভ্যাসী কলোনী থেকে আশ্রমকে এক সবুজ দ্বীপ বলে মনে হয়।

এখানে এক বক্তৃতায় গুরুদেব বলেন' "প্রথমে গুরুদেবকে ভালোবাসো। তারপর ধ্যান করো ও সাফাই করো, কারণ তিনি বলেছেন তাই তোমার তা করা উচিত। আমি ব্যাক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না যে ধ্যান আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে কারণ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাস অনুসারে এমন অনেক ব্যাক্তি আছেন যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করেও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন নি। আমি বাবুজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ' । আমি বললাম, 'তাহলে কেন আপনি ধ্যান, সাফাই করতে বলেন, যখন আপনি নিজেই সবকিছু জানেন'? বাবুজী বলেন, 'আনুগত্য, মানুষের মধ্যে আনুগত্য সৃষ্টি করতে'"।

মাত্র ২৫ জন সদস্য নিয়ে শুরু করে আজ এই আশ্রমে প্রায় ৪৫০ অভ্যাসী। বুধবারের সৎসঙ্গ ন'টা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বন্দোবস্ত হিসাবে বহুশয্যাবিশিষ্ট হল ঘর, অভ্যাসীদের থাকার হোস্টেল ও গুরুদেবের অফিস এখন নির্ণীয়মান। গুরুদেব একসময় বলেছিলেন যে এতদিনে এই কেন্দ্রে অন্ততঃ ২০০০ অভ্যাসী হওয়া উচিত ছিল। আশা করা যায় গুরুদেবের এই প্রত্যাশা অচিরেই সম্ভব হবে এখানকার অভ্যাসীদের ও প্রশিক্ষকদের অকৃত্রিম প্রচেষ্টায়।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.